দৈনিক ইত্তেফাক

তাং... 13 NOV 1990
পৃষ্ঠা... ১ ...কলাম... ২

সিন্ডিকেটের সভা

ঢাকা ভার্সিটিতে বৃহস্পতিবার ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (সোমবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের জরুরী সভায় ১৪ই নভেম্বর হলসমূহ খুলিয়া দেওয়া এবং ১৫ই নভেম্বর ক্লাস চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

১।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

বলা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আহ্বানে শিক্ষকবৃন্দ রবিবার কালো ব্যাজ ধারণ করিয়া ক্লাসে যোগ দিলে শিক্ষকদের এই উদ্যোগের সহিত ছাত্র-ছাত্রীরা সাড়া দেন। সভায় ভিসি প্রফেসর মিঞা সিণ্ডিকেট সদস্যদের বলেন, শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য ছাত্রনেতৃবৃন্দ প্রশাসনকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। তাহারা জানাইয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস চলাকালে করিডোরে যাহাতে কোন মিছিল না হয় এবং ক্যাম্পাসে তাহাদের কোন কর্মী গাড়ি পোড়ানো বা ভাংচুর ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত না হয় সে ব্যাপারে তাহারা লক্ষ্য রাখিবেন। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার ব্যাপারে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ভিসিকে ইহাও জানাইয়াছেন যে, আবাসিক হলে অস্ত্রধারী বা বহিরাগতদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রশাসনের সকল পদক্ষেপের সহিত তাহারা সহযোগিতা করিবেন।

এদিকে গতকালও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ক্লাস হয়। অধিকাংশ ক্লাসেই আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল চলমান আন্দোলন, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী গতকাল খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকাল হইতেই সকল রুটের বাস নির্ধারিত সময়ে যাতায়াত করে।

গতকাল ক্যাম্পাসে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলের পাশাপাশি ছাত্র দল, ছাত্র লীগ (হা-অ) ছাত্র ইউনিয়ন জাতীয় ছাত্রলীগ প্রভৃতি ছাত্র সংগঠন পৃথক মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। ডাকসু ভবনে ছাত্র ঐক্যের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের এক সভায় আন্দোলন সফল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

কর্তৃপক্ষ হলসমূহ খুলিয়া দেওয়ার ঘোষণা দিলেও ক্যাম্পাসে পুলিশ থাকিবে কি থাকিবে না, এই বিতর্কের অবসান গতকালও হয় নাই। এব্যাপারে ভিসি প্রফেসর মিঞার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি কোন মন্তব্য করেন নাই। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তের বাহিরে তাহার কোন বক্তব্য নাই।

১১০জন আইনজীবীর অভিনন্দন

(সুপ্রীম কোর্ট রিপোর্টার)

গতকাল সুপ্রীম কোর্ট ও ঢাকা আইনজীবী সমিতির ১১০ জন সদস্য এক যৌথ বিবৃতিতে, সরকারের আদেশ অমান্য করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, ডাকসু ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, এই সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রের বিজয়ের প্রথম পদক্ষেপ। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন, লুৎফে আলম, সৈয়দ আলী আজগর, সানাউল্লাহ মিয়া, দেওয়ান আবুল আব্বাস, এ,বি,এম, জহিরুলহক, গোলামমাইনুদ্দিন প্রমুখ।